Bangladesh Form No. 3701

HIGH COURT FORM NO.J (2)

HEADING OF JUDGMENT IN ORIGINAL SUIT/CASE

District- চট্টগ্রাম।

In the court of সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত, পটিয়া, চট্টগ্রাম ।

Present: জনাব মোঃ হাসান জামান**, সিনিয়র সহকারী জজ**

সোমবার the ২৬ day of জুন**, ২০২৩**

Other Suit No. ১৫১ / ২১

সেলিনা খাতুন Plaintiff (s)/ Petitioner(s)

-Versus-

লায়লা খাতুন গং Defendant (s)/ Opposite Parties

This suit/ case coming on for final hearing on ০৮/১২/২১ খ্রিঃ, ২৪/০১/২২ খ্রিঃ, ০২/০৩/২২ খ্রিঃ, ২৮/০৪/২২ খ্রিঃ, ১৪/০৬/২২ খ্রিঃ, ২৬/০৯/২২ খ্রিঃ, ১৯/০১/২৩ খ্রিঃ, ২৩/০২/২৩ খ্রিঃ ও ২৮/০৫/২৩ খ্রিঃ।

In presence of

জনাব মুহাম্মদ শাহজাহান Advocate for Plaintiff/ petitioner

জনাব কবির শেখর নাথ Advocate for Defendant/ Opposite party

and having stood for consideration on this day, the court delivered the following judgment:-

ইহা স্বত্ব ঘোষনা ও একতরফা রায় ও ডিক্রি রদ রহিতের প্রার্থনায় আনীত একটি দেওয়ানী মোকদ্দমা।

বাদীপক্ষের মোকদ্দমার বিবরণ সংক্ষেপে এই যে,

(১) নালিশী তপশীলোক্ত আর. এস. ২৭ নং খতিয়ানের আর. এস. ৯৮ দাগের রেকর্ডীয় মালিক ইমাম উক্ত সম্পত্তি ০৩/০৬/১৯৪০ ইং তারিখের ২৪৩০ নং দানপত্র মূলে স্ত্রী ও কন্যা আমিনা খাতুন ও আকিমা

খাতুন বরাবর হস্তান্তর করেন। আমিনা খাতুন তৎ স্বত্ব বিগত ২৩/০৪/৪৫ ইং তারিখের ১৭৮৬ নং দানপত্র মূলে কন্যা আকিমা খাতুন বরাবর হস্তান্তর করেন। আমেনা খাতুন মরনে কন্যা আকিমা খাতুন ওয়ারিশ থাকে। পরবর্তীতে আকিমা খাতুনের নামে পি. এস. $\frac{২৬}{২৭/৩}$ ও বি. এস. ৬২৬ নং খতিয়ান হয়। আকিমা খাতুন মরনে পুত্র কন্যা মোহাম্মদ নুরন্নবী, সিরাজুল ইসলাম, নুর বানু, ছফেয়া খাতুন, বলকিছ খাতুন, খতিজা খাতুন গং প্রাপ্ত হয়। খতিজা খাতুন মরণে নুরুচ্ছফা প্রাপ্ত হয়। উক্ত মোহাম্মদ নুরুন্নবী গং ২২/০৫/২০০৭ ইং তারিখের ৫৬৭১ নং দলিল মূলে এ.টি.এম. হানিফ কে আমমোক্তার নিয়োগ করিলে তিনি ৩১/১/২০০৯ ইং তারিখের ১২১৩৩ নং কবলা মূলে উক্ত সম্পত্তি আবদুল নুর বরাবর হস্তান্তর করেন। আবদুল নুরের নামে নামজারি খতিয়ান হয়। আবদুর নূর ১১/০৩/২০১০ ইং তারিখের ২৮৪৭ নং দলিল মুলে জেসমিন সুলতানাকে আমমোক্তার নিয়োগ করিলে তিনি ২১/০৬/১০ ইং তারিখের রেজিঃকৃত ৭১৫৫ নং কবলা মূলে নুরুল আবছার এর নিকট বিক্রয় করেন। তাহার নামে নামজারী খতিয়ান সৃজন হয়। উক্ত নুরুল আবছার হতে ১১/১০/১০ ইং তারিখের ১১০৭৪ নং কবলা মূলে শামীম আকতার খরিদ করিয়া তথায় বালু ভরাটক্রমে ভিটিতে রুপান্তর করেন এবং চারপাশে ইটের দেয়াল দিয়ে বাউন্ডারী করেন। উক্ত শামীম আকতার নিজ নামে নামজারি খতিয়ান সৃজন করিয়া ভোগদখলে থাকাবস্থায় ০৪/১১/১৫ ইং তারিখের ৮৩৬৯ নং হেবা নামা দলিল মূলে তৎ ভগ্নি বাদী বরাবর হস্তান্তর করেন। নালিশী ভূমিতে বিবাদী বা অপর কাহারো কোন প্রকার স্বত্ব স্বার্থ ও দখল নেই।

(২) গত ০৬/০৩/১৬ ইং তারিখে বিবাদীগণ নালিশী জায়গা সংক্রান্তে তর্কিত রায় ডিক্রির বিয়ষটি প্রকাশ করেন। তৎ প্রেক্ষিতে বাদী ১৪/০৩/২০১৬ ইং তারিখে সংবাদের নকল সংগ্রহ পূর্বক অপর ৩৪৬/১১ নং মামলায় বিবাদীগণ কর্তৃক প্রতারনার আশ্রয়ে তর্কিত একতরফা ডিক্রী হাসিল সম্পর্কে সম্যক অবগত হন। উক্ত মোকদ্দমায় বাদী ও তৎ বায়াকে পক্ষ করা হয়নি; স্বত্ব স্বার্থহীন ব্যক্তিদের কে পক্ষ করিয়া এবং বিবাদীদের নামীয় সমন নোটিশ সঠিক জারি না করিয়া প্রতারনা মূলকভাবে একতরফা ডিক্রী হাসিল করেছে। উক্ত রায় ডিক্রি দ্বারা বাদীগণের স্বত্ব দখলে কোন বিঘ্ন ঘটেনি। উক্ত অপর ৩৪৬/১১ নং মামলায় উল্লিখিত দানপত্র সম্পূর্ন জাল ও ফেরবী হয়। বিবাদীগণের কথিত দানপত্র মূলে নালিশী ভূমিতে কোন স্বত্ব দখল অর্জন করে নাই। নালিশী জমি নিয়ে বাদীর বায়া আবছার গং বিরুদ্ধে ফৌজদারী মিচ ১৮৬/১ ইং মামলা করা প্রতিবেদনে উল্লেখমতে আবছার গং দখলে থাকায় উক্ত মামলা নথিজাত হয়। নালিশী সম্পত্তি নিয়ে বাদীর বায়া আকিমা খাতুন ওয়ারিশ বাদী হয়ে অপর ৯৫/১২ ইং মামলা করিলে তাহা বাদী বায়াপক্ষে ডিক্রি পায়। তর্কিত অপর ৩৪৬/১১ নং মোকদ্দমা মিথ্যা, ফেরবী, ভিত্তিহীন ও আদালতের উপর Farud Practice ক্রমে হাসিলী বিধায় উক্ত রায় ও ডিক্রি রদ ও রহিত যোগ্য হয়। উক্ত রায় ডিক্রি বহাল থাকায় তপশীল বর্ণিত সম্পত্তিতে বাদীর নির্মল স্বত্বের মেঘাবরণ সৃষ্টি হওয়ার আশংকা রয়েছে। উক্ত প্রেক্ষিতে বাদী অত্র মোকদ্দমা দায়ের করেন।

(৩) অন্যদিকে ১ নং বিবাদী পক্ষ লিখিত জবাব দাখিল করে অত্র মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। উক্ত বিবাদীপক্ষের মোকদ্দমার বিবরণ সংক্ষেপে এই যে,

বিরোধীয় আর. এস. ৯৮ দাগের হায় ৫.০০ শতক ভূমির একক মালিক ইমাম শরীফ ছিল। ইমাম শরীফ তৎ সমুদয় স্বত্ব বিগত ০৩/০৬/১৯৪০ ইং তারিখের ২৪২৯ নং দানপত্র মূলে মকবুল আহাম্মদ এবং আছিয়া খাতুন বরাবরে হস্তান্তর করেন। মকবুল আহাম্মদ উক্ত মতে দানসূত্রে ও সহোদর বোন আছিয়া খাতুন হইতে ওয়ারিশ সূত্রে প্রাপ্ত স্বত্বে স্বত্ববান দখলকার থাকাবস্থায় ওয়ারিশ বিহীন লোকান্তরে তৎ স্বত্ব সহোদর বোন এই বিবাদী এবং পিতার সহোদর ভ্রাতার পুত্র ২-১০ নং বিবাদীর পূর্ববর্তী আবদুর ছবুর প্রাপ্ত হয়। অত্র বিবাদী স্বামীগৃহে অবস্থান করায় ২-১০ নং বিবাদীর নামে সঠিকভাবে বি. এস. জরিপ পরিমিত না হওয়ায় অত্রাদালতে অপর ৩৪৬/২০১১ মোকদ্দমা আনয়ন করেন। উক্ত মোকদ্দমার উভয় প্রকার সমন সঠিকভাবে বিবাদীদের প্রতি জারি করা হয়। বিবাদীগণ মোকদ্দমার বিষয় পূর্বাপর অবগত থাকা স্বত্বেও বিরোধীয় ভূমিতে তাহাদের কোন প্রকার স্বত্ব স্বার্থ কিম্বা দখল না থাকায় তাহারা মোকদ্দমায় ইচ্ছাকৃতভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেননি। যার প্রেক্ষিতে বাদীর অনুকূলে ডিক্রী হয়। গত ০৩/০৬/৪০ ইং তারিখের ২৪৩০ নং দানপত্র মূলে গ্রহীতা আকিমা খাতুন আমিনা খাতুন কোন প্রকার স্বত্ব স্বার্থ অর্জন করে নাই। বিরোধীয় ভূমি সম্পর্কে আকিমার নামে বি. এস. জরিপ ভুল বটে। উক্ত আকিমা খাতুনের তথা কথিত ওয়ারিশ পুত্র নুরন্নবী গং এর পক্ষে জনৈক আমমোক্তার এ.টি.এম. হানিফ বিরোধীয় ভূমি সম্পর্কে স্বত্ব দাবী করিয়া হুজারাদালতে ২০০৭ সালের ৩৫৪ নং অপর মোকদ্দমা আনয়ন করিলে এই বিবাদী উক্ত মোকদ্দমায় ৩০নং বিবাদী হিসাবে কনটেস্ট করেন। উক্ত মোকদ্দমা চূড়ান্ত শুনানী পর্যায়ে উহা খারিজ হয়। নুরন্নবী গং এর তথাকথিত আমমোক্তার এ.টি.এম. হানিফ হইতে ৩১/১২/২০০৯ ইং তারিখের ১২১৩৩ নং দলিল মূলে আবদুল নুর বিরোধীয় দাগে কোন স্বত্ব অর্জন করেননি। একইভাবে উক্ত আবদুল নুর হতে পরবর্তী হস্তান্তর গৃহীতা গণ নালিশী দাগের ভূমিতে কোন স্বত্ব স্বার্থ অর্জন করেননি। বাদীর দাবিকৃত হস্তান্তর দলিল সমূহ ও তাদের নামীয় নামজারি খতিয়ান সমূহ সম্পূর্ণ ফেরবী, অকর্মন্য এবং অবলবৎ দলিল বটে। বাদীর আনীত অত্র মিথ্যা মামলা খরচাসহ খারিজযোগ্য।

(৪) বিচার্য বিষয় সমূহ ঃ

অত্র মোকদ্দমাটি সুষ্ঠু নিষ্পত্তির স্বার্থে আদালত কতৃক নিন্মলিখিত বিষযসমূহ বিচার্য বিষয় হিসাবে নির্ধারন করা হলো।

১) অত্র মোকদ্দমা বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলতে পারে কি না?

২) অত্র মোকদ্দমা দায়েরে কারন উদ্ভব হয়েছে কিনা ?

৩) অত্র মোকদ্দমা তামাদি দ্বারা বারিত কি না?

৪) অত্র মোকদ্দমা পক্ষ দোষে দুষ্ট কি না ?

৫) নালিশী জমিতে বাদী পক্ষের কোন স্বত্ব স্বার্থ আছে কি না ?

৬) অপর ৩৪৬/২০১১ মামলার গত ০৮/০৯/২০১৫ ইং তারিখের একতরফা রায় ও ১৩/১০/২০১৫ ইং তারিখের ডিক্রী মিথ্যা, প্রতারনামূলক, ফেরবী ও অকার্যকর এবং রদরহিত যোগ্য কিনা ?

৭) বাদীপক্ষ প্রার্থীতমতে ডিক্রি পেতে হকদার কি না?

<u>উপস্থাপিত সাক্ষ্য</u> ঃ

৫) মামলা প্রমাণার্থে বাদীপক্ষ ০২ জন সাক্ষীকে পরীক্ষা করেছেন। যথা ঃ নাছির আহমদ (P.W.1); মুন্সি মিয়া (P.W.2)। অন্যদিকে, বিবাদীপক্ষ মোট ০১ জন সাক্ষীকে পরীক্ষা করেছেন। যথা ঃ মরতুফা বেগম (D.W.1)। নাছির আহমদ (P.W.1) এবং মরতুজা বেগম (D.W.1) জবানবন্দি প্রদান করত যথাক্রমে আরজী ও লিখিত জবাবে উল্লেখিত বক্তব্যকে পরস্পর সমর্থন করেছেন।

সাক্ষ্যগ্রহণ কালে বাদীপক্ষে নিম্নবর্নিত দলিলাদি প্রদর্শনী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

১। চরলক্ষ্যা মৌজার আর. এস. ২৭ নং খতিয়ান	প্রদর্শনী ১
২। ঐ মৌজার পি. এস. $\frac{২৬}{২৭/৩}$ নং খতিয়ানের জাবেদা নকল	প্রদর্শনী ২
৩। ঐ মৌজার ৬২৬ নং বি. এস. খতিয়ানের জাবেদা নকল	প্রদর্শনী ৩
৪। ৩২৯৯/৩৪৬১/৪৬৮৬ নং নামজারী খতিয়ানের মূল কপি।	প্রদর্শনী ৪ সিরিজ
৫। উক্ত খতিয়ানদ্বয়ের DCR এর মূল কপি	প্রদর্শনী ৫
৬। ০৩/০৬৪০ ইং তারিখের ২৪৩০ নং দানপত্র এর জাবেদা নকল	প্রদর্শনী ৬
৭। ২২/০৫/২০০৭ ইং তারিখের ৫৬৭১ নং আমমোক্তার নামা দলিল	প্রদর্শনী ৭
৮। ৩১/১২/০৯ ইং তারিখের ১২১৩৩ নং কবলার মূলকপি	প্রদর্শনী ৮
৯। ১১/০৩/২০১০ ইং তারিখের ২৮৪৭ নং আমমোক্তার দলিল	প্রদর্শনী ৯
১০। ৩১/০৬/২০১০ ইং তারিখের ৭১৫৫ নং কবলার মূল কপি	প্রদর্শনী ১০
১১। ১১/১০/২০১০ ইং তারিখের ১১০৭৪ নং কবলার মূল কপি	প্রদর্শনী ১১
১২। ০৪/১১/১৫ ইং তারিখের ৮৩৬৯ নং হেবানামা দলিলের মূলকপি	প্রদর্শনী ১২
১৩। ০৩/০৪/১৬ ইং তারিখের নোটারীযুক্ত আমমোক্তারনামা	প্রদর্শনী ১৩
১৪। ১৪/০৩/২০১৪ ইং তারিখের সংবাদের মূল কপি	প্রদর্শনী ১৪
১৫। খাজনার দাখিলার মূলকপি (২ ফর্দ্দ)	প্রদর্শনী ১৫ সিরিজ

১৬। ৩৪৬/২০১১ মামলার রায় ডিক্রির মূলকপি	প্রদর্শনী ১৬ সিরিজ
১৭। নামজারী খতিয়ান ৬০৫৭ এর মূলকপি	প্রদর্শনী ১৭
১৮। উক্ত খতিয়ানের DCR এর মূল কপি	প্রদর্শনী ১৮

৬) সাক্ষ্যগ্রহণ কালে বিবাদীপক্ষে নিন্মবর্নিত দলিলাদি প্রদর্শনী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

১। ০৩/০৩/২০ তারিখের ২৪৭৬ নং আমমোক্তার নামার সি. সি.	প্রদর্শনী ১
২। আর এস ২৭ নং খতিয়ানের সি.সি	প্রদর্শনী ২
৩। বি এস ৬২৬ নং খতিয়ানর সি.সি	প্রদর্শনী ৩
৪। ০৩/০৬/১৯৪০ তারিখের ২৪২৯ নং দানপত্রের সি.সি.	প্রদর্শনী-৪
৫। ৩৫৪/২০০৭ মামলার আরজি ও জাবেদা সি.সি	প্রদর্শনী-৫

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ

৮) বিচার্য বিষয় নম্বর ১, ২ ও ৩ ঃ অত্র মোকদ্দমা বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলতে পারে কি না? + অত্র মোকদ্দমা দায়েরে কারন উদ্ভব হয়েছে কিনা ? + অত্র মোকদ্দমা তামাদি দ্বারা বারিত কি না?

উপরিল্লিখিত বিচার্য বিষয়ত্রয় পরস্পর সম্পর্কযুক্ত বিধায় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহনের সুবিধার্থে একত্রে নেওয়া হলো।আরজি, জবাব ও নথিতে সন্নিবেশিত সাক্ষ্যপ্রমান পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয়েছে যে অত্র মামলাটি সম্পূর্ন দেওয়ানী প্রকৃতির এবং অত্রাদালতের মোকদ্দমাটি বিচারে কোন ধরনের প্রতিবন্ধকতা নেই। উক্ত প্রেক্ষিতে মোকদ্দমাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে রক্ষনীয় মর্মে বিবেচনা করি।

৯) বাদীপক্ষের দাখিলী আরজি বক্তব্য হতে মোকদ্দমা দায়েরের যথেষ্ট কারন প্রকাশ পেয়েছে। বাদীপক্ষের দাবিমতে, আরজি বর্নিত তফসিলোক্ত সম্পত্তি বাদী দানসূত্রে প্রাপ্ত হয়ে ভোগদখলে নিয়ত আছেন। নালিশী জমিতে বিবাদীদের কোনকালে কোন স্বত্ব দখল ছিল না। বাদী নালিশী সম্পত্তিতে ভোগদখলে থাকাবস্থায় বিবাদীগণ বিগত ০৬/০৩/২০১৬ ইং তারিখে তর্কিত একরতফা রায় ডিক্রী বিষয়টি প্রকাশ করে। বাদী বিগত ১৪/০৩/২০১৬ ইং তারিখের সংবাদের নকল দেখে তর্কিত রায় ডিক্রী বিষয়ে সম্যক অবগত হন। উক্ত রায় ডিক্রী পর্যালোচনায় দেখেন যে, বিবাদীগণ বাদীর পূর্ববর্তী বায়াদের পক্ষ না করিয়া সম্পূর্ন গোপনে ও প্রতারনামূলেকভাবে উক্ত একতরফা রায় ডিক্রী হাসিল করেন। বিগত

১৪/০৩/২০১৬ ইং তারিখে অত্র মামলার কারন উদ্ভব হয় এবং ১৩/০৪/২০১৬ ইং তারিখে মোকদ্দমাটি রুজু হয় যা বিধিবদ্ধ তামাদি সময়সীমার মধ্যেই হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। সুতরাং অত্র মামলাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে রক্ষনীয়; তামাদি দ্বারা বারিত নয় এবং মোকদ্দমা রুজুর যথেষ্ট কারন বিদ্যমান রয়েছে। উক্ত প্রেক্ষিত বর্নিত ইস্যুত্রয় বাদীপক্ষের অনুকুলে নিষ্পত্তি করা হলো।

১০) বিচার্য বিষয় নম্বর ৪ ঃ **" অত্র মোকদ্দমা পক্ষ দোষে দুষ্ট কি না? "**

আরজি, লিখিত জবাব, সমস্ত সাক্ষ্য প্রমান ও নথি পর্যালোচনায় এমন কিছু পেলাম না যা দ্বারা মামলাটি পক্ষদোষে দুষ্ট মর্মে সিদ্ধান্তে পৌছানো যায়। তাছাড়া যুক্তিতর্ক উপস্থাপনকালে বিবাদীপক্ষ এই বিষয়ের উপর কোন আপত্তি উত্থাপন করেন নি। সুতরাং অত্র বিচার্য বিষয় ও বাদীপক্ষের অনুকুলে নিষ্পত্তি করা হলো।

১১) **বিচার্য বিষয় নম্বর ৫ ঃ " নালিশী জমিতে বাদী পক্ষের স্বত্ব স্বার্থ আছে কি না ?**

অত্র মামলার বিরোধীয় ৫ শতক সম্পত্তি চরলক্ষ্য মৌজার আর এস ২৭ নং খতিয়ানের আর এস ৯৮ দাগ সামিল বি এস ৬২৬ দাগের বি এস ৪২ নং দাগ ভূক্ত হয় মর্মে প্রতীয়মান হয়। P.W.1 কর্তৃক দাখিলীয় আর. এস. ২৭ নং খতিয়ানের সিসি [প্রদর্শনী-১] হতে দেখা যায়, উক্ত খতিয়ানের আর. এস. ৯৮ দাগের ৫ শতক সম্পত্তির মালিক ইমাম সরীফ ছিলেন। ইমাম শরীফ উক্ত ৫ শতক ভূমি ০৩/০৬/১৯৪০ ইং তারিখে [প্রদর্শনী-৬] দানপত্র মূলে আমিনা খাতুন ও আকিমা খাতুন বরাবর হস্তান্তর করেন। P.W.1 এর দাবিমতে আমিনা খাতুন তৎ স্বত্ব ২৩/০৪/৪৫ ইং তারিখের ১৭৮৬ নং দানপত্র মূলে কন্যা আকিমা খাতুন কে দান করেন। বাদীপক্ষ উক্ত দানপত্র দলিল দাখিল করেন নি। তবে আমিনা খাতুনের মৃত্যুতে তৎ স্বত্ব একমাত্র কন্যা হিসাবে আকিমা খাতুন প্রাপ্ত হন মর্মে প্রতীয়মান হয়। আকিমা খাতুনের নামে পি.এস ২৭/৩ নং খতিয়ান সি.সি [প্রদর্শনী-২] ইহা প্রমাণ করে যে উক্ত ৫ শতক ভূমি আকিমা খাতুন প্রাপ্ত হয়েছেন। আবার বি এস ৬২৬ নং খতিয়ানের সি.সি [প্রদর্শনী-৩] হতে প্রতীয়মান হয়, বি এস খতিয়ানে ও মালিকের কলামে আকিমা খাতুন এর নাম রয়েছে তবে বি এস ৪২ দাগে ৫ শতক ভূমি এজমালি সম্পত্তি হয় মর্মে পাওয়া গিয়াছে।

১২) [প্রদর্শনী-৭] ও [প্রদর্শনী-৮] পর্যালোচনায় দেখা যায়, আকিমা খাতুনের পুত্র কন্যা ওয়ারীশ মোহাম্মদ নুরুন্নবী গং কৃর্তক নিযুক্তীয় আম-মোক্তার এ.টি.এম হানিফ ৩১/১/২০০৯ ইং তারিখের ১২১৩৩ নং কবলা মূলে উক্ত সম্পত্তি আবদুল নুর বরাবর হস্তান্তর করেন। প্রদর্শনী-৪ হতে দেখা যায় আবদুল নুর নিজ নামে ৩২৯৯ নং নামজারী খতিয়ান করেন। আবার প্রদশর্নী-৯ ও প্রদর্শনী-১০ হতে দেখা যায় উক্ত আবদুল নূর এর নিযুক্তীয় আম-মোক্তার মোসাম্মৎ জেসমিন সুলতানা ২১/০৬/১০ ইং তারিখের রেজিঃকৃত ৭১৫৫ নং কবলা মূলে উক্ত ৫ শতক ভূমি নুরুল আবছার বরাবর হস্তান্তর করেন। প্রদর্শনী-৪(ক) হতে

দেখা যায় নুরুল আবছার নিজ নামে ৩৪৬১ নং নামজারী খতিয়ান সৃজন করেন। উক্ত নুরুল আবছার হতে ১১/১০/১০ ইং তারিখের ১১০৭৪ নং কবলা [প্রদর্শনী-১১] মূলে শামীম আকতার খরিদ করেন এবং তাহার নামে ৪৬৮৬ নং নামজারী খতিয়ান হয় [প্রদর্শনী-৪(খ)]। উক্ত শামীম আক্তার হতে ০৪/১১/১৫ ইং তারিখের ৮৩৬৯ নং হেবা নামা দলিল [প্রদর্শনী-১২] মূলে তৎ ভগ্নি অত্র মামলার বাদী প্রাপ্ত হয় মর্মে প্রতীয়মান হয়।

১৩) অপরদিকে বিবাদীপক্ষের দাবি হলো, আর. এস. রেকর্ডী ইমাম শরীফ তৎ সমুদয় স্বত্ব বিগত ০৩/০৬/১৯৪০ ইং তারিখের ২৪২৯ নং দানপত্র মূলে মকবুল আহাম্মদ এবং আছিয়া খাতুন বরাবরে হস্তান্তর করেন। বিবাদীপক্ষ কর্তৃক দাখিলীয় উক্ত কবলা **[প্রদর্শনী-ঘ]** পর্যালোচনায় এরুপ হস্তান্তরের সত্যতা প্রতীয়মান হয়। বিবাদীপক্ষের দাবিমতে উক্ত মকবুল আহাম্মদ ও আছিয়া খাতুনের মৃত্যুতে তৎ স্বত্ব সহোদর বোন ভগ্নী ১ নং বিবাদী ও ভ্রাতুষপুত্র ২-১০ নং বিবাদীর পূর্ববর্তী আবদুর ছবুর প্রাপ্ত হন। [প্রদর্শনী-১৬] পর্যালোচনায় দেখা যায় ১ নং বিবাদী ও ২-১০ বিবাদীর পূর্ববর্তী আবদুছ ছবুর এর নামে বি এস জরিপ সঠিকভাবে লিপি না হওয়ায় ঘোষনামূলক প্রতিকারের প্রার্থনায় তাহারা সিনিয়র সহকারী জজ, ১ম আদালত, পটিয়ায় অপর ৩৪৬/২০১১ মামলা দায়ের করেন। উক্ত মামলার রায় ডিক্রীর সি.সি কপি পর্যালোচনায় দেখা যায় মামলাটি বিগত ০৮/০৯/২০১৫ ইং তারিখে অত্র বিবাদীর অনুকূলে একতরফা রায় এবং ১৩/১০/২০১৫ ইং তারিখে ডিক্রী হয় হয়। বিবাদীপক্ষ আরো দাবি করেন যে, কথিত আকিমা খাতুনের পরবর্তী ওয়ারীশ নূরনবী গং দের নিযুক্তীয় আম-মোক্তার এ টি এম হানিফ বাদী হয়ে নালিশী ভূমিতে স্বত্ব দাবি করিয়া অপর ৩৫৪/২০০৭ মামলা দায়ের করলে অত্র বিবাদী ৩০ নং বিবাদী হিসাবে বর্ননা প্রদান করিয়া মামালায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। মামলাটি চূড়ান্ত শুনানী পর্যায়ে বাদীর অনুপস্থিতি জনিত কারনে খারিজ হয়। প্রদর্শনী-ঙ পর্যালোচনায় উহার সত্যতা প্রতীয়মান হয়।

১৪) উপরিউক্ত আলোচনা হতে দেখা যায়, বিরোধীয় ভূমির মালিক ইমাম শরীফ ০৩/০৬/১৯৪০ ইং তারিখে তৎ স্ত্রী ও কন্যা আমিনা খাতুন ও আকিমা খাতুন কে বিরোধীয় ৯৮ দাগের ভূমি [প্রদর্শনী-৬] মূলে দান অর্পণ করলেও উক্ত ইমাম শরীফ একই তারিখে অর্থাত ০৩/০৬/১৯৪০ ইং তারিখে বিরোধীয় দাগ ভূমি ভ্রাতুষপুত্র ও কন্যা মকবুল আহম্মদ ও আছিয়া খাতুন কে দানমূলে হস্তান্তর করেছেন। প্রতীয়মান হয় বিরোধীয় দাগের সম্পত্তি নিয়ে একই তারিখে দুইটি দানপত্র হয়। বাদীপক্ষ বিবাদীর দাবিকৃত ২৪২৯ নং দানপত্র কবলামূলে দখল হস্তান্তরিত না হওয়ায় ফেরবী ও অকার্যকর দাবি করেছেন। বিবাদীপক্ষের দাবি অনুসারে আছিয়া খাতুনের মৃত্যুর পর মকবুল আহম্মদ মালিক হয়ে ভোগদখলকার থাকাবস্থায় মরনে কন্যা বোন ১ নং বিবাদী ও ২-১০ নং বিবাদীর পূর্ববর্তী আবদুছ ছবুর প্রাপ্ত হন। অপরদিকে বাদীপক্ষের দাবিমতে আমিনা খাতুনের মৃত্যুতে নালিশী দাগভূমি আকিমা খাতুন প্রাপ্ত হয় এবং তাহার নামে পি এস ও বি এস জরিপ শুদ্ধভাবে লিপি হয়। পি এস ও বি এস খতিয়ানে [প্রদর্শনী-২] ও [প্রদর্শনী-৩] আকিমা খাতুনের নাম

শুদ্ধরুপে জরিপ হওয়ায় ইহা প্রমাণিত হয় যে ইমাম শরীফের দানকৃত সম্পত্তির দখল তৎ স্ত্রী ও কন্যা আমিনা খাতুন ও আকিমা খাতুন প্রাপ্ত হয়েছিলেন মর্মে প্রতীয়মান হয়। অরদিকে পি এস ও বি এস খতিয়ানে মকুবল আহম্মদ ও আছিয়া খাতুনের নাম না থাকায় তারা দানকৃত সম্পত্তির দখল প্রাপ্ত হননি মর্মে আমি বিবেচনা করি। বি এস রেকর্ডী আকিমা খাতুনের পরবর্তী ওয়ারীশ গং হতে বিভিন্ন তারিখের হস্তান্তর মূলে সর্বশেষ বাদী প্রাপ্ত হয় এবং নিজ নামে নামজারি খতিয়ান [প্রদর্শনী-১৭] সৃজন করেছেন মর্মে পাওয়া গিয়াছে। উক্ত হস্তান্তর গৃহীতাদের নামীয় নামজারি খতিয়ানসূহ প্রদর্শনী- ৪, ৪(ক) ও ৪(খ) নালিশী সম্পত্তিতে বাদী ও তৎ পূববর্তীগনের ধারাবাহিক দখল প্রমাণ করে।

১৫) আবার নালিশী সম্পত্তিতে বর্তমানে দখল সম্পর্কে P.W.1 বলেছেন যে নালিশী সম্পত্তিতে বাদী বালু বরাট করে ৫ ফুট উঁচু ইটের দেয়াল বেষ্টিত করে ভোগদখলে রয়েছেন। বাদীর চাষা মুন্সি মিয়া P.W.2 সাক্ষ্য দিয়ে বলেছেন যে নালিশী জায়গায় বাউন্ডারী আছে। নালিশী জায়গা বাদীর এবং তিনি উক্ত জমি চাষ করেন। বিবাদী নূর ইসলাম তার ভাই পুত, তবে সে কোন বাউন্ডারী দেয়নি। সাক্ষী D.W.1 তার জেরাতে স্পষ্ঠত স্বীকার করেছেন যে বাদীরা ইমাম শরীফ হতে ৫ শতক জমি নিয়েছে। এখানে তাদের কোন দাবি নেই। বাদীরা ৫ শতক জমির চতুর্পাশে পাকা বাউন্ডারী দিয়ে ভোগদখলে রয়েছে। এসকল সাক্ষ্য পর্যালোচনায় সম্পষ্ঠত প্রতীয়মান হয় যে নালিশী সম্পত্তি বাদীপক্ষের দখলে রয়েছে।

১৬) সার্বিক পর্যালোচনায় আমি মনে করি আমিন শরীফ একই তারিখে ০৩/০৬/১৯৪০ ইং তারিখে দুইটি দানপত্র দলিল সম্পাদন করলেও বিবাদীদের দাবিকৃত ২৪২৯ নং দানপত্র কবলা বলবৎ বা কার্যকারিতা লাভ করেননি। কেননা উক্ত কবলামুলে গ্রহীতাগণ দানকৃত সম্পত্তির কোন দখল প্রাপ্ত হননি। অপরদিকে আমিন শরিফের স্ত্রী কন্যা আমিনা খাতুন ও আকিমা খাতুন দানকৃত সম্পত্তির দখল লাভ করায় তাদের নামীয় দানপত্র কার্যকর হয়েছিল বলে আমি বিবেচনা করি। উক্ত দানকৃত সম্পত্তি সর্বশেষ বাদী দানপত্র মূলে প্রাপ্ত হয়ে ভোগদখলে থাকায় নালিশী সম্পত্তিতে বাদীর স্বত্ব স্বার্থ বিদ্যমান রহিয়াছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। সুতরাং নালিশী সম্পত্তিতে বাদী স্বত্ববান মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। এমতাবস্থায় বিচার্য বিষয় নং-৫ বাদীপক্ষের অনুকূলে নিষ্পত্তি করা হলো।

১৭) **<u>বিচার্য বিষয় নং-৬ ঃ</u>**

বাদীপক্ষ নালিশী ভূমি সংক্রান্তে সিনিয়র সহকারী জজ, ১ম আদালত পটিয়া প্রদত্ত অপর ৩৪৬/২০১১ মামলার গত ০৮/০৯/২০১৫ ইং তারিখের একতরফা রায় ও ১৩/১০/২০১৫ ইং তারিখের একরতফা ডিক্রী ফেরবী ও অকার্যকর দাবি করেছেন। বাদীপক্ষ কর্তৃক দাখিলীয় আরজির সি.সি কপি প্রদর্শনী-১৬ পর্যালোচনায় দেখা যায়, অত্র মামলার বিবাদীগণ বাদী হয়ে বিগত ১৩/০৪/২০১৬ ইং তারিখে নালিশী ভূমি সংক্রান্তে জনৈক খায়ের আহম্মদ গং দের বিরুদ্ধে তর্কিত অপর ৩৪৬/২০১১ নং মামলা দায়ের পূর্বক

একতরফা সূত্রে রায় ডিক্রী হাসিল করেন। উক্ত মামলার আরজি পর্যালোচনায় দেখা যায়, আকিমা খাতুনের ওয়ারীশ গং কে বিবাদী শ্রেনীভূক্ত করা হয়েছিল। কিন্তু আকিমা খাতুনের উক্ত ওয়ারীশ গং প্রদর্শনী-৭ ও ৮ মূলে ২০০৯ ইং সনে নালিশী ভূমি হস্তান্তর করায় মামলা দায়েরকালীন সময়ে তাহারা নিঃস্বত্ববান ছিলেন মর্মে প্রতীয়মান হয়। আকিমা খাতুনের উক্ত ওয়ারীশ গং হতে খরিদসূত্রে বাদী ও তৎ পূর্ববর্তী বায়াগন প্রাপ্ত হলেও তাদের কাউকে উক্ত মামলায় পক্ষ করেননি। তাছাড়া বিবাদীগণ এর দাবিকৃত ০৩/০৬/১৯৪০ ইং তারিখের দানপত্র কবলা বাস্তবিক অর্থে কার্যকারিতা লাভ না করায় উহার ভিত্তিতে প্রদত্ত তর্কিত একতরফা রায় ডিক্রী বে-আইনী হয়েছে বলে আমি মনে করি। সার্বিক পর্যালোচনায় দেখা যায় প্রকৃত স্বত্ববান ও দখলদার ব্যাক্তি কে তর্কিত মামলায় পক্ষভূক্ত না করিয়া বিবাদীগণ ফেরবী ও প্রতারনামূলকভাবে তর্কিত একতরফা রায় ও ডিক্রী হাসিল করিয়াছেন। এমতাবস্থায় অপর ৩৪৬/২০১১ নং মামলায় প্রচারিত বিগত ৮/৯/২০১৫ ইং তারিখের একতরফা রায় এবং ১৩/১০/২০১৫ ইং তারিখের একতরফা ডিক্রী বে-আইনী ফেরবী ও অকার্যকর বিবেচনায় উহা রদ ও রহিতযোগ্য মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। এভাবে অত্র বিচার্য বিষয় বাদীপক্ষের অনুকূলে নিষ্পত্তি করা হলো।

১৮) <u>বিচার্য বিষয় নম্বর ৭ ঃ</u>

" বাদীপক্ষ প্রার্থীতমতে ডিক্রি পেতে হকদার কি না ?"

বাদীপক্ষের আরজি , লিখিত জবাব, মৌখিক সাক্ষ্য ও দালিলিক প্রমানাদি ও বিজ্ঞ কৌসুলিদের বক্তব্য ইত্যাদি সার্বিক পর্যালোচনায় আমার বলতে দ্বিধা নেই যে , বাদীপক্ষ তার মামলা প্রমান করতে সমর্থ হয়েছে। যেহেতু সকল বিচার্য বিষয় বাদীপক্ষের অনুকুলে নিষ্পত্তি করা হয়েছে সুতরাং বাদীপক্ষ তার প্রার্থিত ডিক্রী পাবার হকদার।

প্রদত্ত কোর্ট ফি সঠিক।

অতএব, আদেশ হয় যে,

ঘোষনামূলক ডিক্রীর প্রার্থনায় আনীত অত্র মোকদ্দমা ১ নং বিবাদীপক্ষের বিরুদ্ধে দো-তরফাসূত্রে এবং অপরাপর বিবাদীগনের বিরুদ্ধে একতরফাসূত্রে ডিক্রি প্রদান করা হলো।

এই মর্মে ঘোষনা করা যাচ্ছে, নালিশী তফসিল বর্ণিত ভুমিতে বাদীর উত্তম ও অপরাজেয় স্বত্ব রহিয়াছে। এতদ্বারা আরজির প্রার্থনা মতে অপর ৩৪৬/২০১১ নং মামলায় প্রচারিত বিগত ৮/৯/২০১৫ ইং তারিখের একতরফা রায় এবং ১৩/১০/২০১৫ ইং তারিখের একতরফা ডিক্রী বে-আইনী ফেরবী ও অকার্যকর বিবেচনায় রদ ও রহিত করা হইল।

আমার স্বহস্তে টাইপকৃত ও সংশোধিত

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত,
পটিয়া, চট্টগ্রাম।

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত,
পটিয়া, চট্টগ্রাম।